



## 269079 - eToto ওয়েবসাইটে বনিয়োগ করার হুকুম

### প্রশ্ন

eToro ওয়েবসাইটে বনিয়োগ করার ব্যাপারে অনেকে কথাবার্তা হচ্ছে; যখন শয়ের ক্রয়বিক্রি করা যায়। কউে বলেন: হালাল, কউে বলেন: হারাম, কউে বলেন: ইহুদী কোম্পানী; এর সাথে লেনদেনে করা অনাবশ্যক...। আশা করি আপনারা বিষয়টি পরিস্কার করবেন।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

স্টক মার্কেটে বা অন্য কোন মার্কেটে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বনিয়োগ করা কখনও জায়যে, আবার কখনও নাজায়যে— লেনদেনের প্রকার ও শরয়ী নীতিমালা মনে চলা বা না-চলার ভিত্তিতে।

ফরক্স সিস্টেমে মার্জনি বা লভিরজে নামে যেন লেনদেন হয় সেগুলো জায়যে নয়; এগুলোর মধ্যে বেশকিছু শরয়িত গ্রহণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে।

এই লেনদেনগুলোতে যেন সব শরয়িত গ্রহণিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে যেনটা ফকাহ একাডেমীর সদিধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে:

ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এই লেনদেনের ব্যবসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরয়িত নষিদিহ হারাম চুক্তিগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে:

১। বন্ডের ব্যবসা। এটি হারাম সুদী কারবার। ফকাহ একাডেমীর ষষ্ঠ অধিবেশনে ৬০তম সদিধান্তে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

২। কোন প্রকার বাছবাচার না করে সব কোম্পানির শয়ের ব্যবসা করা। ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের অধিভুক্ত ফকাহ একাডেমীর ১৪১৫ হজরীতে অনুষ্ঠিত ১৪তম অধিবেশনে চতুর্থ সদিধান্তে স্পষ্টভাবে এসছে যেন, যেন কোম্পানিগুলোর মূল উদ্দেশ্য হারাম কথিবা কিছু লেনদেনে সুদভিত্তিক হারাম সেগুলোতে বনিয়োগ করা হারাম।

৩। বদিশৌ মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরয়িত অনুমোদিত গ্রহণ ছাড়াই সম্পাদিত হয়; যেন গ্রহণের মাধ্যমে লেনদেনটিকে বৈধ হয়।



৪। এখনো এতদূর পর্যন্ত চুক্তি ও ভবিষ্যৎ চুক্তিগুলোতে ব্যবসা করা। জেদেদাস্থ ফকাহ একাডেমীর ষষ্ঠ অধিবেশনে ৬৩তম সিদ্ধান্তে এসেছে যে, এখনো এতদূর পর্যন্ত চুক্তিগুলোতে ব্যবসা করা শরিয়তে জায়যে নয়। কনেনা যটোক কনেদ্র করে চুক্তি সম্পাদিত হচ্চে সটো সম্পদ নয়; কনেন সবো নয় এবং কনেন আর্থিক অধিকারও নয় যে, সটোর বপিরীতে বনিমিয় নয়ো বধৈ হবে। অনুরূপ কথা প্রযোজ্য ভবিষ্যৎ চুক্তি ও সূচক্রে উপর সম্পাদিত চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রেও।”[সমাপ্ত]

দুই:

eToro ওয়েবসাইট যাচাই করে পরিস্কার হল যে, এ ওয়েবসাইটে মার্জনি পদ্ধতিতে লেনদেনে সম্পাদিত হয়; যার মধ্যে overnight সুদী ফিরিয়েছে এবং হারাম সএফডি (পার্থক্যে চুক্তি)-র মাধ্যমে লেনদেনে সম্পাদিত হয়।

পার্থক্যে চুক্তিসমূহ কথিবা পার্থক্যে বনিমিয়ে চুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্তরূপ হচ্চে— ‘সএফডি’। এই চুক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়: এটি দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। দুইপক্ষকে সাধারণত ‘ক্রতো’ ও ‘বক্রতো’ নামে ইশারা করা হয়। এর মূল্য মূল্যে উপর নরিভর করে (যেমন- স্টক্রে সূচক, শয়ের কথিবা ভবিষ্যৎ বলিম্বরে পণ্য চুক্তি)।

চুক্তি শেষে কথিবা উভয় পক্ষ যখন লেনদেনে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তখন বক্রতো ক্রতোক লেনদেনে শুরু করার সময়ের সাথে বর্তমান মূল্যের যে পার্থক্য সটো পরিশোধ করে। যদি মূল মূল্য উর্ধ্বে হয়ে থাকে।

ঠিক এর বপিরীতে যদি মূল মূল্য নমিন হয়; তথা বর্তমান মূল্যের সাথে মূল মূল্যের পার্থক্য মাইনাসে হয়; তখন ক্রতো বক্রতোক পার্থক্য যা সটো পরিশোধ করে। [দখুন](#)

এ ধরণে পার্থক্য নরিভর চুক্তি হারাম এবং ফকাহ একাডেমীর সিদ্ধান্তে উল্লেখিত এখনো চুক্তি ও ভবিষ্যৎ চুক্তি এটাই।

এর সাথে যদি মার্জনি সিস্টেমে বসিয়ে যোগ করা হয় তাহলে এই লেনদেনে হারাম হওয়ার এটি আরকেটা দিক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।